কোভিড-১৯ মহামারীকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা এবং সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ, সেমিনারকক্ষ সমূহের ব্যবহার নির্দেশিকা।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত পরিসরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রশালা এবং সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ এবং সেমিনারকক্ষ সমূহ প্রচলিত নিয়মে বরাদ্দ প্রদান ও ব্যবহার সম্ভব নয় বিধায় কোভিড-১৯ মহামারীকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সকল মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ এবং সেমিনারকক্ষ সমূহ বরাদ্দ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা প্রণীত হলো; যা অবিলম্বে কার্যকর হবে:

1. এই নির্দেশিকা অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ এবং সেমিনারকক্ষসমূহ ব্যবহারকারী সংগঠনসমুহের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হবে; যেন পরবর্তিকালে বিব্রতকর কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।
2. মেকাপ রুমে শুধুমাত্র মেকাপরত শিল্পী এবং মেকাপম্যান থাকবে ৩০% আনুপাতিক হারে। অন্যশিল্পীরা ব্যাক স্টেজে অপেক্ষা করবে।
3. মিলনায়তন ব্যবহারকারী সংগঠন মিলনায়তন ব্যবস্থাপনা, টিকিট ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে নিজেদের অতিরিক্ত কর্মী নিযুক্ত করবে যেন প্রদর্শনী/অনুষ্ঠানে আগত দর্শক বা অতিথি সর্বদা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রদর্শনী/অনুষ্ঠান উপভোগ করে। টিকেট ও প্রবেশপত্র ব্যবস্থাপনা যথাসম্ভব অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।
4. জাতীয় নাট্যশালার মূল গেটের পকেট অংশ দর্শকের প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য খোলা রাখা হবে। প্রত্যেক দর্শক টিকেট প্রদর্শন পূর্বক জাতীয়

নাট্যশালা চত্বরে প্রবেশ করবে। টিকেট প্রদর্শন ব্যতিত কোন ব্যক্তি জাতীয় নাট্যশালা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না। টিকেটের গায়ে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সর্তকতা উল্লেখ থাকতে হবে।

5. মিলনায়তনে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক শিল্পী কলাকুশলী এবং দর্শকের শারিরীক তাপমাত্রা পরিমাণ করা হবে এবং হল ব্যবহারকারী সংগঠনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ড সেনিটাইজার সরবরাহ করতে হবে।
6. একাডেমির মিলনায়তনসমূহে বর্তমানে দর্শকের জন্য যে সংখ্যক আসন সংরক্ষিত আছে তার ৩০% আসনের জন্য হল ব্যবহারকারী সংগঠন টিকেট বিক্রি বা আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে পারবেন। এপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আসন বিন্যাস পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সংগঠন সমূহকে সরবরাহ করবে।
7. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রচলিত নিয়মে মিলনায়তন বরাদ্দ প্রদান করবে। তবে মিলনায়তন বরাদ্দ পেতে আগ্রহী সংগঠনসমূহ অনলাইনে আবেদন করবেন। চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির পর শুধুমাত্র ভাড়ার অর্থ জমা দেয়ার জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি শারীরিকভাবে একাডেমির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।
8. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রশাসন জাতীয় নাট্যশালার সকল প্রবেশ মুখ বিশেষভাবে বন্ধ রাখবেন যাতে আয়োজন সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন ব্যক্তি, গাড়ী বা মটর সাইকেল প্রবেশ করতে পারে।
9. প্রদর্শনীর প্রস্তুতকালে বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক শিল্পী কলাকুশলী এবং কারিগরী জনবলকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হইবে। প্রদর্শনীতে আগত দর্শককূলের মাস্ক পরার বিষয়টিও মূল গেট থেকেই নিশ্চিত করতে হবে।
10. ক্রান্তিকালীন এই সময়ে স্থাপনাসমূহ ব্যবহারকারী সংগঠনসমূহকেই অসুস্থ্য, শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে অনুষ্ঠান/প্রদর্শনীতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকা থেকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

11. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনসমূহে অনুষ্ঠান/প্রদর্শনী আয়োজনের প্রেক্ষিতে যদি কোন ব্যক্তি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন তাহলে তার কোন দায়-দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বহন করবে না।

12. জাতীয় নাট্যশালা এবং জাতীয় চিত্রশালার লিফটসমূহে তার ধারণক্ষতার ৩০% আনুপাতিক হারে উঠানামা করা যাবে।

13. মহড়াকক্ষ বরাদ্দ পাবার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করা হবে। তবে মহড়া কক্ষে একত্রে ১৫ জনের বেশি শিল্পী কলাকুশলী নিয়ে মহড়া পরিচালনা করা যাবে না।

14. জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে সবোর্চ্চ ৩০জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে সেমিনার বা সভা আয়োজন করা যাবে। তবে আয়োজনকারী সংগঠনকে স্বাস্থ্যবিধির সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

15. স্থাপনাসমুহ বরাদ্দ প্রদানকারী বিভাগ কর্তৃক মহড়া কক্ষ এবং সেমিনার কক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠনসমূহের সদস্য/ অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রতিদিন একাডেমির কমন সার্ভিস শাখাকে প্রেরণ করতে হবে। কমন সার্ভিস নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলকে তা প্রদান করবেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তাকর্মীরা মহড়ার জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত দলের সদস্যদের দলীয় পরিচয়পত্র পর্যবেক্ষণ পূর্বক এবং সেমিনার কক্ষে আগত ব্যক্তিবর্গের আমন্ত্রণপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় নাট্যশালা চত্বরে প্রবেশের ব্যবস্থা করবে।

16. মহড়া কক্ষ ও সেমিনার কক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠনসমূহ মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের তালিকা অবশ্যই মহড়ার পূর্বের দিন বরাদ্দ প্রদানকারী বিভাগকে প্রদান করবেন। একইভাবে সেমিনার/সভাতে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগে প্রদান করতে হবে।

17. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি স্থাপনাসমূহের দর্শক আসন, স্টেজ, সজ্জাকক্ষ, টয়লেটসমূহ, মহড়াকক্ষ প্রতিনিয়ত স্যানিটাইজেশন করবে। এছাড়া শিল্পী কলাকুশলী এবং দর্শকদের প্রবেশ মুখে থার্মাল স্ক্যানার সরবরাহ করবে।

18. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ এবং সেমিনার কক্ষ ব্যবহারকারী সংগঠনসমূহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ব্যবহার করছেন কিনা তা মনিটরিং করার জন্য একাডেমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারে। উক্ত কমিটির সদস্যরা পর্যায়ক্রমে মনিটরিং ও দায়িত্ব পালন করবেন।

19. একাডেমি চত্বরে স্থাপিত ৪টি এলইডি স্ক্রীনে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশনাসমূহ প্রচার করা হবে।

20. এই নির্দেশনাবলীর মধ্যে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জনহীতকর নির্দেশনা যা সংযুক্ত হয়নি তা অবশ্যই সংযুক্ত করা যাবে।

21. এই নির্দেশনা কোভিড-১৯ মহামারীকালে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কার্যকরী থাকবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পূর্বের নিয়ম কার্যকর হবে।